Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; Peer-reviewed Journal

মুর্শিদাবাদ জেলা: অরঙ্গবাদে প্রচলিত লোকজ কর্মসঙ্গীত

A Critical Survey of Work Songs in the Aurangabad Locality of Murshidabad District

Sahabuddin Ansari
Dept. of Bengali, Aliah University, Kolkata

Abstract

Since time immemorial, folklore has been prevalent and popular throughout the whole world. For many decades, folklore has been discussed and anatomized from different perspectives in the area of literary as well as non-literary criticism. Through folklores, we become aware about societies, religions and cultures of different corners of the world. Folklore has become a collective name that has been used to identify different sayings, verbal compositions, social rituals; and one of the most prevailing forms of folklore is folk songs. Folksongs include work songs, marriage songs, Christmas songs, love songs etc. Aurangabad of Murshidabad District in West Bengal is predominantly Beedi-centred locality in which ninety-five percent of people depend on the Beedi profession for their livelihood. In order to soothe their minds and to refresh their body, they used to be engaged in singing songs on their own. The present paper aims to explore work songs of people of this locality with the help of some popular work songs of this area.

Article

আমরা জানি,প্রাচীনকাল থেকে মানুষ চিরকাল আনন্দানুভূতির পিয়াসি। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ আদিকাল থেকে বিভিন্ন রূপকথা,উপকথা,লোককথা, লোকসঙ্গীত ইত্যাদির বহুল প্রচলিত রূপ দেখা যায় । আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকে মানুষ বিভিন্ন গান - বাজনা,রাজা-রাজড়ার কাহিনী,বিভিন্ন উপকথা , ধাঁধা,ছোট ছোট প্রবাদ প্রভৃতির মাধ্যমে বিনোদন করে থাকে। তাইতো আগের সমাজ -ব্যবস্থায় বিভিন্ন যাত্রা,নাটক,রামায়ণ,মহাভারত কথা প্রভৃতি পাঠ করা হতো, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে,বিভিন্ন দেশে লোকসংস্কৃতি প্রতিনিয়ত বহুচর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষও লোকসংস্কৃতি চর্চার আলোচনার বহির্ভূত নয়। লোকসংস্কৃতি চর্চার বিভিন্ন শাখার মধ্যে অন্যতম একটি হলো লোক সঙ্গীত।এখানে মূলত মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত অরঙ্গবাদ এলাকার লোকজ সম্প্রদায়ের মানুষের কর্মসঙ্গীত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। অরঙ্গবাদ এলাকার সাধারণ জনসমাজ বিভিন্ন ধরনের কর্ম সম্পাদন করার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীত আওড়াতে থাকে । এর ফলে শ্রমিক সম্প্রদায়ের কর্মের তালে তালে সঙ্গীতচর্চা শ্রমের অনেকটাই লাঘব ঘটায় এবং মনে আনন্দ বিনোদনের সঞ্চার করে ।

মুর্শিদাবাদ জেলার অরঙ্গবাদ অবস্থিত ভাগীরথী নদীর তীরে।ধুলিয়ান থেকে নদী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি পদ্মা নদী নাম ধারণ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে । আর অন্য শাখাটি ভাগীরথী নামে অরঙ্গবাদ,জঙ্গিপুর প্রভৃতি স্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে

চলেছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে অরঙ্গাবাদ একটি আন্তর্জাতিক সীমানার পার্শ্বে অবস্থিত যা বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িত। তাছাড়া অরঙ্গবাদের নিমতিতা,কাশিমনগর এবং ধুলিয়ান প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন জমিদারের প্রাসাদের অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। পূর্বে অরঙ্গবাদ বাজারে ভাগীরথী নদীর তীরে একটি স্নানাগার এর চিত্র,

> "ঔরঙ্গজেবের দ্বারা নির্মিত একটি বিশাল স্নানাগার ছিল।যার গভীরতা ছিল প্রায় ৪০ ফুট । তিনি এই স্নানাগারে স্নান করতে এসেছিলেন, আর সেই থেকে তার নাম অনুযায়ী অরঙ্গবাদ নামকরণটি করা হয় ।"[১]

আদিম সমাজের শ্রেণিবিভক্ত সংস্কৃতির রূপের মধ্যে একটি অন্যতম হলো লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি শব্দটির ইংরেজি পরিভাষা Folk Culture তথা Folklore । উইলিয়াম Jhon Thomas ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম 'Folklore'শব্দটি ব্যবহার করেন। 'Folk' অর্থে 'লোক' আর 'Lore'মানে 'পরম্পরা গত জ্ঞানকে' বোঝায়।অর্থাৎ ফোকলোর হলো লোক সাধারণের মুখে মুখে অর্জিত জ্ঞান।টেলর প্রথম থেকেই সমস্ত রকম ঐতিহ্যগত শিক্ষাকে লোকসংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করেছেন । লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীগণ লোকনৃত্য,লোক -প্রযুক্তি, লোকশিল্প, লোকযান, লোককথা ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে লোকসংস্কৃতি বা ফোকলোর এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন । এ প্রসঙ্গে,

> "পাশ্চাত্য ভাবধারায় স্নাত হয়ে সমাজের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি কে গুরুত্ব দিয়ে জার্মানি গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় ইতালির নিকেনো টমাস রো ভারতের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ লোকসংস্কৃতির সমস্ত রকম উপাদান সংগ্রহ ও আলোচনায় মেতে ওঠেন ।"[২]

প্রাচীনকাল থেকে উত্তর আধুনিক কালে এখনও বিভিন্ন সমাজে মানুষের আনন্দের উপকরন রূপে সঙ্গীত,ধাঁধা,প্রবাদ,লোককথা ,পুরাণ কাহিনী প্রভৃতি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত বিষয়গুলি শহরের অনতিদূরে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে সাধারন মানুষের লোক সমাজে প্রচলিত বলে আমরা একে লোকসংস্কৃতি নামে চিহ্নিত করে থাকি। অর্থাৎ লোকসংস্কৃতিকে এক কথায় বলা যেতে পারে, সাধারণ মানুষ কি খায়,কি পরে, কি বাজনা -বাজায়,কি ধরনের পোশাক পরিধান করে ইত্যাদি বিষয়। লোকসংস্কৃতি বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে ড. মানস মজুমদারের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে । তিনি লিখছেন,

> "লোকসংস্কৃতি হল তাই যাতে সমাজের সভ্যতা জনিত উৎকর্ষের প্রতিফলন ঘটে লোকসমাজের জীবনচর্চা উন্নত রূপটি প্রকাশ পায়।"[৩]

সঙ্গীত মূলত কর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কৃষির কাজে যেমন কৃষক,তেমনি গার্হস্থ্য কাজের ক্ষেত্রে নারীরা গান করে শ্রমের লাঘব ঘটায় এবং আনন্দ দান করে। এ প্রসঙ্গে,

> "সঙ্গীত কর্মের সহচর । কৃষিকর্মে যেমন কৃষক, কোন কোন গৃহকর্মের সময় নারীও গান গাহিয়া তাহার শ্রম লাঘব করিয়া থাকে। ইংরেজিতে এই শ্রেণির লোকসঙ্গীত Work Song নামে পরিচিত - বাংলায় তাহা কর্মসঙ্গীত বলিয়া অনুবাদ করা যাইতে পারে।"[৪]

কর্মসঙ্গীত সুর ও স্বরের প্রকৃতি অনুসারে চালিত হয়।কর্মসঙ্গীতের মাধ্যমে শ্রমিকের পরিশ্রমের কষ্ট অনেকটা লাঘব হয়। শ্রমিকরা গান গাওয়ার সময় দ্রুতগতি,মধ্যম গতি ও ধীরগতি - তিনটিতেই গান করে থাকে। আর কর্মসঙ্গীতকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে- একক,দ্বৈত ও সমবেত। আবার শ্রমিকরা পরিশ্রমের সময় গান গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালনও করে থাকে।এ প্রসঙ্গে,

> "মানবিক শ্রমের সুপরিকল্পিত এবং সুবিন্যাস্ত আনুষঙ্গিক অঙ্গ সঞ্চালনমূলক কর্মসংস্কৃতি নাচ এবং গানে প্রতিফলিত হয় । কাজের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ থেকে কর্মের মধ্যস্থিত তাল সঞ্চারিত হয়ে জন্মে কর্মসঙ্গীত ।"[৫]

অরঙ্গবাদ এলাকার বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে, মাঠে-ঘাটে,রাস্তা-ঘাটে প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ শ্রেণির মানুষরা পুল পোঁতা থেকে শুরু করে কল পোঁতা,গাছ কাটা,লাকড়ি ফাঁড়া,জাফরি তৈরি করা,ধান ভাঙা, বিড়ি বাঁধা ইত্যাদি কর্ম সম্পাদন করে থাকে । আর এই সমস্ত কর্ম সম্পাদনের সময় মুখে বিড় বিড় করে নিজের তালে অনেক ধরনের গান আওড়াতে থাকেন। নিচে বেশ কয়েকটি কর্ম এবং গানের কিছু দৃষ্টান্ত দেখানো হলো -

গ্রামে-গঞ্জে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের জন্য পুল পোঁতা হয়ে থাকে। শ্রমিক শ্রেণির মানুষরা তাদের কর্মের সময় শরীর এবং মনের শক্তিকে জাগরণের জন্য সমবেত ভাবে গান গেয়ে থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত -

১। "যার গায়ে শক্তি থাকে
কিন্তু শক্তি না দেই
সে তার বউয়ের মুত খাবে
হাইসো ।"৬

২। "এ সাচ্চা কাম
এ ভালো কাম
এই জড়িয়ে ধরে

এই শক্ত করে
এ তুলে ধরে
হাইসো ।"৭

এই এলাকার মানুষের আর একটি জীবিকা নির্বাহের পন্থা হল গাছ কাটা ।গাছ কাটার সময় শ্রমিকরা বিভিন্ন গান গাইতে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ -

১। "রাস্তা দিয়ে বউ পালালো
জোরে জড়িয়ে ধরো
হাইসো
রাস্তা দিয়ে বৌদি পালালো
জোরে চেপে ধরো
হাইসো।"৮

২। "এ শক্ত করে ধরো
দড়িকে টেনে ধরো
এই দড়ি কে চেপে ধরো
হাইসো
এ টানরে টান
দড়ি কে জোর দিয়ে টান
হাইসো।"৯

মুর্শিদাবাদের অরঙ্গবাদ এলাকার সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় এবং প্রধান জীবিকা অর্জনের পন্থা হল বিড়ি শিল্প । এখানকার ৯৯ শতাংশ মানুষই বিড়ি বেঁধে দিন যাপন করে ।সাধারণ শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত বিড়ি বাঁধে আর প্রতিনিয়ত দিন অতিবাহিত করে থাকে। অনেক পরিবার আছে যারা দিনে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাবে না বিড়ি না বাঁধলে। অনেক পরিবার রয়েছে যারা বিড়ি বেঁধে তাদের ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তুলছে । বিড়ি বাঁধা পরিবার থেকে উঠে আসা অনেক ছেলেমেয়েই বর্তমানে বিভিন্ন চাকরি করছে, অনেকে পি.এইচ.ডি -এর মত উচ্চশ্রেণীর ডিগ্রী করছে এরকম দৃষ্টান্ত অনেক আছে ।

সংসারের অভাব-অনটনের কারণে পিতা- মাতা ছোট ছোট শিশুদের বিড়ি বাঁধার কর্মে নিযুক্ত করতে বাধ্য হন। যার ফলে শিশুদের শরীরে চরম ক্ষতির আনয়ন করে । শিশু থেকে বয়স্ক ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই এই কর্মের সঙ্গে যুক্ত। এই সমস্ত দৈনন্দিন জীবনের শ্রমিকরা কর্মের সঙ্গে সঙ্গে মনের আনন্দের জন্য, অবসাদের জন্য গান গেয়ে থাকে । যেমন -

"মৌমাছি করে কেনো গুন গুন
কেউ জানে না
মৌমাছি করে কেনো গুন গুন

কেউ জানতে আসেনা
মৌমাছি করে কেনো গুন গুন
কেউ জানতে কাছে আসে না ।"[১০]

মুর্শিদাবাদের মূলত অরঙ্গবাদ,ধুলিয়ান ,জঙ্গিপুর প্রভৃতি এলাকার মানুষের প্রধান এবং জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন হল বিড়ি শিল্প। তাছাড়া,মাঠ থেকে ধান কেটে ঘরে তোলার পরে ধান ভাঙার সময়ও সঙ্গীতের লক্ষ করা যায়। যেমন -

"হামি আটা কুটতে জানি কি সই নারে কি
হামি ধান কুটতে জানি কি সই নারে কি
ধান কুটোরে ধান কুটোরে ধান কুটোরে ।"[১১]

সুতরাং বলা যায় সংগীত চিরকালই মানুষের মধ্যে আনন্দের আস্বাদন সঞ্চার করেছে,করছে আর ভবিষ্যৎ জীবনে তা সঞ্চারিত করতে থাকবে। সঙ্গীত আমাদের প্রতিনিয়ত জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যা কর্মসঙ্গীত,বিবাহ- সঙ্গীত,আচার-অনুষ্ঠানমূলক সঙ্গীত ইত্যাদি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হতে পারে।

তথ্যসূত্র

১। ক্ষেত্রকর্ম,রওশনারা বেগম,মহেন্দ্রপুর,অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ ।

২। উত্তর চব্বিশ পরগনার লোকায়ত মুসলমানের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, আব্দুর রহিম গাজী, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৬,পৃ.২৫।

৩। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন,সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার(সম্পা.), রত্নাবলী, কলকাতা,২০০৬,পৃ.১৭।

৪। বাংলার লোকসাহিত্য,প্রথম খন্ড,আশুতোষ ভট্টাচার্য,ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা,১৯৫৪,পৃ.৩৪১।

৫। শ্রমসংগীত, শক্তিনাথ ঝা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা,২০০৩,পৃ.১ ।

৬। ক্ষেত্রকর্ম, অনুপ দাস, মানিকপুর, অরঙ্গাবাদ,মুর্শিদাবাদ।

৭। ক্ষেত্রকর্ম,আলমগীর শেখ,মৌলভীপাড়া,অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ।

৮। ক্ষেত্রকর্ম, নাসির আলী, নতুন মহেন্দ্রপুর, অরঙ্গাবাদ,মুর্শিদাবাদ ।

৯। তদেব ।

১০। ক্ষেত্রকর্ম,হেনা খাতুন,খানাবাড়ি ,অরঙ্গাবাদ,মুর্শিদাবাদ ।

১১। ক্ষেত্রকর্ম,জরিনা বিবি,মহেশাইল,অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ।

গ্রন্থপঞ্জি

১। গাজী আব্দুর রহিম, উত্তর চব্বিশ পরগনার লোকায়ত মুসলমানের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, কলকাতা,২০১৬।

২। গিরি সত্যবতী ও মজুমদার সমরেশ(সম্পা.), প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, রত্নাবলী, কলকাতা,২০০৬।

৩। ঝা শক্তিনাথ, শ্রমসংগীত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৩।

৪। ভট্টাচার্য্য আশুতোষ,বাংলার লোকসাহিত্য,প্রথম খন্ড,ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪ ।